সংবাদ

তারিখ ..... 5 MAR 2009..
পৃষ্ঠা ..১৫... কলাম..... ৮....

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২১ ফাল্গুন ১৪১৫
Dhaka : Thursday 5 March 2009

সম্পাদকীয়

প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণে আশু ব্যবস্থা নিন

'দশ হাজার সরকারি প্রাইমারি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি' শিরোনামে সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রায় আড়াই বছর বন্ধ থাকার পর কিছুদিন আগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া চালু হয়। পদোন্নতি বন্ধ থাকার কারণে এই আড়াই বছরে দেশে প্রায় ১০ হাজার প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে গেছে। নানা জটিলতার পর পদোন্নতি প্রক্রিয়া যাও চালু হয়েছিল তাও সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক সিদ্ধান্তে হঠাৎ করে আবার বিএড ও এমএড করা শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে এই প্রক্রিয়ায় প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে গেছে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৫ শতাংশ প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করা হয় সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৩৫ শতাংশ পদ পূরণ করা হয় সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বুনিয়াদ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আর যদি হয় বুনিয়াদি শিক্ষা তাহলে শিক্ষকদের গুরুত্ব আরও বেশি। সন্তান জন্ম দেয় পিতা-মাতা, কিন্তু তাদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন শিক্ষক– এ কথা বোঝাতে বলা হয়, 'বাপ-মা বানায় ভূত, ওস্তাদে বানায় পুত'। শিক্ষকদের এমন প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০ হাজার শিক্ষকের শূন্য পদের খবর অভাবনীয়। এই সঙ্কট নিঃসন্দেহে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বুনিয়াদি শিক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আর বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যাহত হলে পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। অথচ বছরের পর বছর প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে আছে। এর পেছনে যত জটিল কারণই থাকুক তা মেনে নেয়া যায় না।

সব সরকারই শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গুরুত্ব দেয়াই উচিত। কিন্তু আমাদের উপলব্ধি হচ্ছে, শুধু গুরুত্ব দিলে বা বাজেট বাড়ালেই সব দায়িত্ব পালন করা হয় না। পাশাপাশি উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সঙ্কটের সমাধান করাটাও জরুরি। তবে সমস্যা সমাধানের নামে অহেতুক জটিলতা কাম্য নয়। আর শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন অবহেলা বা দীর্ঘসূত্রতা একেবারেই বরদাস্ত করা যায় না। এদিকে প্রকাশিত খবর পড়ে জানা গেছে, দু'দিন পরপর সরকারের নিয়ম-নীতি পাল্টানো এবং অপব্যাখ্যার কারণে প্রধান শিক্ষকের বিপুলসংখ্যক পদ শূন্য পড়ে আছে। সরকারের কাছে আমাদের দাবি হচ্ছে, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে প্রধান শিক্ষক সঙ্কটের সমস্যা সমাধানে ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে হবে। পদোন্নতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তারও আশু সমাধান প্রয়োজন। নইলে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের জটিলতা দূর করতে হবে। শিক্ষকদের জাতি গঠনের কারিগর বিবেচনা করা হয়। তাই তাদের পদোন্নতি নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা দূর করে প্রাইমারি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। পাশাপাশি আমরা মনে করি, পদোন্নতি বঞ্চিত এসব শিক্ষক সরকারের এ ধরনের বঞ্চনার শিকার হতে থাকলে তাদের শিক্ষাদানে অনাগ্রহ তৈরি হবে। জাতি হিসেবে আমাদের বেড়ে ওঠার জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু আমরা শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, কিংবা বদলি নিয়ে বিগত সরকারগুলোর আমলে বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনা ঘটতে দেখেছি। শিক্ষা অধিদপ্তরের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার যোগসাজশে শিক্ষকদের নানা বঞ্চনায় পড়তে হয়। আমরা মনে করি সরকারের উচিত হবে শিক্ষকদের এই সমস্যাগুলোর সঠিক তদন্ত করে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া।